দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 30 AUG 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ডিপ্লোমা শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা

মো. রেদোয়ান হোসেন

আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কর্মমুখি শিক্ষা তথা ডিপ্লোমার গুরুত্ব অপরিসীম। এই শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যে উচ্চমানের দক্ষ জনশক্তি দরকার তা সরবরাহ করে আসছে ডিপ্লোমা প্রতিষ্ঠানগুলো। একমাত্র ডিপ্লোমা শিক্ষাই দিচ্ছে এসএসসি'র পর মাত্র চার বছরের কোর্স গ্রহণ করে ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে হলে ডিপ্লোমা শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের পাশাপাশি এর আধুনিকায়ন একান্ত জরুরি।

২০২০ সাল নাগাদ ২০ শতাংশ শিক্ষার্থীকে কারিগরি শিক্ষার আওতায় আনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে পলিটেকনিকগুলোতে আসনসংখ্যা বৃদ্ধিসহ শিফট ও ট্রেড বাড়ানোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হলেও শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো হয়নি। সম্প্রসারিত হয়নি প্রয়োজনীয় অবকাঠামো। নতুন করে যুক্ত হয়নি ব্যবহারিক নির্ভর ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের জন্যসংখ্যা অনুপাতে ল্যাবরেটরি ও ওয়ার্কশপ। আনুপাতিক হারে যোগ্য শিক্ষকের সংখ্যাটাও আগের মতোই আছে।

বেকারত্বের বিপরীতে চাকরির সহজলভ্যতার কারণে নতুন প্রজন্ম এ শিক্ষার দিকে ঝুঁকছে। সুনির্ধারিত পদমর্যাদা না কর্মক্ষেত্রে ভোগান্তিতে পড়তে হয় শিক্ষার্থীদের। বর্তমানে দেশে তিন মাস থেকে চার বছর পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে ডিপ্লোমা কোর্স বিদ্যমান। এসব কোর্সে ভর্তির যোগ্যতায় রয়েছে ভিন্নতা। এই ভিন্নতার সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে পদ-মর্যাদার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় কর্মজীবনে প্রতি পদে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়।

ডিপ্লোমাধারীরা সবচেয়ে বেশি বিড়ম্বনার শিকার হয় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে এসে। চার বছরে ডিপ্লোমা পাস করে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনেও লাগে চার বছর, যা সাধারণ শিক্ষার চেয়ে দুই শিক্ষাবর্ষ বেশি। বহির্বিশ্বের মতো ডিপ্লোমার সঙ্গে স্নাতকের সমন্বয় করে শিক্ষাবর্ষ কমানোর রীতি এদেশে নেই। ফলে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে এসে জীবন থেকে চিরতরে হারিয়ে যাচ্ছে দুটি মূল্যবান বছর।

ডিপ্লোমার পর উচ্চশিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে গিয়েও ভোগান্তিতে পড়তে হয় শিক্ষার্থীদের। বর্তমানে ৪৯টি সরকারি পলিটেকনিক, ৫টি সরকারি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট ও ৪৮০টির অধিক বেসরকারি পলিটেকনিক থেকে প্রতি বছর প্রায় ৯০ হাজার শিক্ষার্থী ডিপ্লোমা ডিগ্রি নিচ্ছে। অথচ তাদের উচ্চশিক্ষার জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনায় রয়েছে একটি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (৫৪০ আসনের) ও একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (১০০ আসনের)। প্রতি বছর ডিপ্লোমাধারীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বাড়ার পরেও গত পঁয়ত্রিশ বছরেও নতুন কোনো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি। ফলে বাধ্য হয়েই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সান্ধ্যকালীন বা হলিডে ব্যাচ থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের নামে সার্টিফিকেট ক্রয় হয়। আর্থিক দৈন্যতার কারণে অনেক ডিপ্লোমাধারীর কাছে উচ্চশিক্ষাটা শুধু স্বপ্নই থেকে যায়।

সরকার ডিপ্লোমা উচ্চশিক্ষার কথা বিবেচনা করে অতিসম্প্রতি দুটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি) ডিপ্লোমাধারীদের ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ দেয়। ভোগান্তি নামক নিদারুণ বাস্তবতা এখানেও তাদের পিছু ছাড়েনি। চার বছর ডিপ্লোমা করে দুই বছর জুনিয়র ইন্টার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাদের (ইন্টারের) সিলেবাসে পরীক্ষা দিয়ে প্রতিযোগিতা করা প্রায় অসম্ভব। ডিপ্লোমাধারীদের মান যাচাই এ প্রয়োজন ডিপ্লোমার সিলেবাসে ভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা। তবেই হবে প্রকৃত মেধা যাচাই।

আশা করি, সরকার কারিগরি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের পাশাপাশি যাবতীয় বিড়ম্বনার অবসানে উদ্যোগী হবে।

● লেখক : শিক্ষার্থী, বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টাঙ্গাইল